বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: .....শ্রাবণ ১৪২৬/ ..... আগস্ট ২০১৯

এস.আর.ও. নং---------আইন/২০১৯।- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ধারা ৪০ এর সহিত পঠিতব্য, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করিল।

২। প্রস্তাবিত প্রবিধানমালা উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা প্রাক-প্রকাশ করা হইল। উক্ত প্রবিধানমালা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হইতে পারেন এইরূপ সকল ব্যক্তির জ্ঞাতার্থে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, এই প্রজ্ঞাপন সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত প্রবিধানমালার বিষয়ে কাহারও কোন পরামর্শ বা আপত্তি থাকিলে তিনি উহা কমিশনের সচিব বরাবরে লিখিতভাবে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং কমিশন উহা বিবেচনাক্রমে প্রস্তাবিত প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করিবে, যথা:-

প্রস্তাবিত প্রবিধানমালা

১। **শিরোনাম।**- এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**- বিষয় বা প্রসংঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায় –

(১) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন);

(২) "আদেশ" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীনে প্রদত্ত আদেশ এবং অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ;

(৩) "কমিশন" অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(৪) "তথ্য অধিকার আইন" অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০নং আইন);

(৫) "দাবিকারি" অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি কোন স্বার্থ বা অধিকার দাবি করেন এবং যিনি কোন বিরোধ নিষ্পত্তি চাহিয়া কমিশনে আবেদন পেশ করেন;

(৬) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(৭) "রোয়েদাদ" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশ;

(৮) "সালিশকারির রোয়েদাদ" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন সালিশকারি কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ যাহা কমিশনের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে;

(৯) "লাইসেন্সি" অর্থ আইনের ধারা ২(ল) তে উল্লিখিত লাইসেন্সি;

(১০) "সদস্য" অর্থ কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন;

(১১) "সালিশকারি" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন নিয়োগকৃত সালিশকারি;

(১২) "সালিশ মীমাংসা" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন পরিচালিত যে কোন সালিশ মীমাংসা।

৩। **বিরোধীয় বিষয়ে আবেদন দাখিল।**— (১) লাইসেন্সিদের বা লাইসেন্সি এবং ভোক্তাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে তাহা কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৪০ ধারা অনুযায়ী নিষ্পত্তির জন্য কমিশনে লিখিত আকারে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) আবেদনের সহিত তফসিল-ক দ্বারা নির্ধারিত ফরম্যাটে নিম্নবর্ণিত তথ্য-উপাত্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) বিরোধীয় পক্ষসমূহের নাম এবং পূর্ণ ঠিকানা (ই-মেইল এবং মোবাইল ফোন নম্বরসহ);

(খ) দাবির সমর্থনে প্রয়োজনীয় বিবরণ, ঘটনা এবং প্রার্থীত প্রতিকার;

(গ) আবেদনে উল্লিখিত মূল অথবা যথাযথ সই মোহরকৃত দলিলাদি ও সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ, ক্ষেত্রমত, উহার হার্ড কপি ও সফট কপি এবং দাবিকারি কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্য কোন কাগজাদি।

৪। **আবেদন গ্রহণ বা খারিজ।— (১)** কমিশন আবেদন পরীক্ষাপূর্বক ৭(সাত) দিনের মধ্যে উহা গ্রহণ বা খারিজ করিবে এবং উভয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বপক্ষে কারণ উল্লেখ করিবে।

(২) কমিশন আবেদনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে শুনানি গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন কোন আবেদনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে দাবিকারির দাবির স্বপক্ষে কোন অতিরিক্ত তথ্য বা বিষয়াদি থাকিলে উহা পেশ করিবার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক গৃহীত আবেদন গ্রহণ বা খারিজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫। **প্রতিপক্ষের বক্তব্য।**—(১) কমিশন, আবেদন গৃহীত হইবার পর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দাবির বিবরণী এবং এতদসঙ্গে দাখিলকৃত দলিলাদি প্রতিপক্ষের নিকট পত্রবাহক মারফত, ডাকযোগে বা ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ করিবে এবং প্রতিপক্ষ সশরীরে উপস্থিত হইয়াও উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া প্রতিপক্ষ দফাওয়ারি বিবরণ এবং যুক্তি উপস্থাপন বা আইনগত অবস্থান, পাল্টা দাবির প্রতিকারের প্রার্থনা এবং যে সকল বিষয়ে সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল উহার বর্ণনা প্রদান করিতে হইবে।

৬। **বক্তব্যের কপি জমা।**— বিরোধের পক্ষসমূহকে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি, বর্ণনা, জবাব এবং অন্যান্য কাগজাদি ৭(সাত) দিনের মধ্যে ১০ (দশ) কপি করিয়া কমিশনে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৭। **বক্তব্যের সংশোধন।**— কোন দাবির বর্ণনা, আত্মপক্ষ সমর্থনের বর্ণনা, পাল্টা দাবি বা পাল্টা দাবির জবাবের সংশোধনী লিখিতভাবে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমিশনে দাখিল করিতে হইবে এবং কমিশন বা সালিশকারি উক্তরূপ সংশোধনী গ্রহণ বা নাকচ করা হইবে কিনা তদমর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

৮। **সালিশকারি নিয়োগ, সালিশের স্থান, রোয়েদাদ, সম্মানি, ইত্যাদি।** —(১) কমিশন স্বীয় উদ্যোগে বিরোধ নিষ্পত্তি করিবে বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিশকারি নিয়োগ করিবে।

(২) কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে, সময় সময়, অনধিক ৩ (তিন) জন সালিশকারি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং একাধিক সালিশকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশন ১ (এক) জনকে প্রধান সালিশকারি নিয়োগ করিবে।

(৩) কমিশন, প্রয়োজনে, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম বিশেষজ্ঞ ও আইন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সালিশকারি প্যানেল গঠন করিবে এবং সালিশকারি হিসাবে প্যানেলভুক্তির যোগ্যতা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) কমিশন, সময় সময়, প্যানেলভূক্ত সালিশকারিদের নিয়োগ বাতিল এবং নূতন সালিশকারি নিয়োগ করিয়া প্যানেলভূক্ত করিতে পারিবে।

(৫) সালিশকারি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির পূর্বে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে যে, বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার আর্থিক বা ব্যক্তিগত বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থ নাই, যে কারণে তাহাকে নিরপেক্ষ সালিশকারি বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে না।

(৬) সালিশকারির নিয়োগ সম্পর্কে কোন পক্ষ কমিশনের নিকট ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে, যদি –

(ক) এইরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে যাহা উক্ত সালিশকারির সততা বা নিরপেক্ষতার বিষয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহের উদ্রেক করে; বা

(খ) উক্ত সালিশকারির সালিশকারি হওয়ার যোগ্যতা না থাকে।

(৭) কমিশন উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তির বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক উহা গ্রহণ কিংবা নাকচ করিতে পারিবে এবং উক্ত বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) কমিশন উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট সালিশকারির পরিবর্তে নূতন সালিশকারি নিয়োগ করিবে এবং উক্তরূপ নিয়োগের ক্ষেত্রেও উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৯) যদি কোন সালিশকারি নিজ দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন বা পদত্যাগ করেন বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন বা সালিশ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবিধান ১১ এর অধীন নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ক্ষেপন করেন বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে কমিশন তাঁহাকে সালিশকারির দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(১০) কোন সলিশকারির মৃত্যু বা নিয়োগ বাতিলের ক্ষেত্রে কমিশন উক্ত সালিশকারির স্থলে ১ (এক) জন নূতন সালিশকারি নিয়োগ করিতে পারিবে।

(১১) বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি যে অবস্থায় নিষ্পন্নাধীন ছিল নবনিয়োগপ্রাপ্ত সালিশকারি সেই অবস্থা হইতে সালিশি কার্যক্রম শুরু করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রোয়েদাদ প্রদান করিবেন।

(১২) সালিশকারি তাহার নিকট উপস্থাপিত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক সালিশি কার্যক্রম পরিচালনা, পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ এবং সুপারিশকৃত রোয়েদাদ চূড়ান্ত করিবেন এবং উক্ত সালিশ সংশ্লিষ্ট সকল সালিশকারি রোয়েদাদে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(১৩) বিরোধের কার্যক্রম কমিশন কার্যালয় বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পরিচালিত হইবে।

(১৪) কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত সালিশকারি বা সালিশকারিগণ সুপারিশকৃত রোয়েদাদ অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(১৫) কমিশন, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সালিশকারির সম্মানির পরিমাণ ধার্য করিবে।

৯। **প্রাথমিক শুনানি এবং আপোষ মীমাংসা।**—(১) আত্মপক্ষ সমর্থনের বিবৃতি প্রাপ্তির পর কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, বিরোধ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের উপস্থিতিতে প্রাথমিক শুনানি গ্রহণ করিবে।

(২) প্রাথমিক শুনানির জন্য ধার্যকৃত দিনে কমিশন পক্ষগণ কর্তৃক পেশকৃত দাবির বর্ণনা, আত্মপক্ষ সমর্থনের বর্ণনা এবং দাখিলকৃত দলিলাদি পরীক্ষা এবং বক্তব্য শ্রবণ করিবে।

(৩) প্রাথমিক শুনানিতে কমিশন উভয় পক্ষের মধ্যকার বিরোধ আপোষ মীমাংসা বা পুনর্মিলনের (Reconciliation) চেষ্টা করিবে।

(৪) কমিশন, উভয়পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পক্ষগণকে সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার জন্য আহ্বান জানাইবে।

(৫) পক্ষগণ কর্তৃক সমঝোতা বা আপোষের মাধ্যমে বিরোধীয় বিষয় মীমাংসার ক্ষেত্রে কমিশন আদেশ প্রদান করিবে এবং উক্ত আদেশ কমিশনের রোয়েদাদ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৬) পক্ষগণকে সমঝোতা বা আপোষনামা লিখিত আকারে কমিশনে দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে কমিশনকে এই মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, সমঝোতা বা আপোষনামাটি বিদ্যমান কোন আইন, বিধি বা নীতির পরিপন্থী নহে।

১০। **পূর্ণাঙ্গ শুনানি।**— (১) যেক্ষেত্রে সমঝোতা বা আপোষের মাধ্যমে কোন বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হইবে না সেইক্ষেত্রে কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ শুনানির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) শুনানিঅন্তে কমিশন পক্ষগণের মধ্যকার বিরোধের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করিবে।

(৩) দুই বা ততোধিক বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদনের বিষয়বস্তু একইরূপ হইলে বা সমপর্যায়ে লেনদেন হইতে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে কমিশন উক্তরূপ সকল আবেদন একত্রে শুনানি গ্রহণ করিতে বা শুনানির জন্য সালিশকারির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আবেদনের উপর পৃথকভাবে রোয়েদাদ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কমিশন বা সালিশকারি সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রোয়েদাদ প্রদান করিবেন।

১১। **সময়সীমা।**— কমিশন স্বীয় বিবেচনায় বা সালিশকারির মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করিবে, তবে বিরোধীয় বিষয়ের জটিলতা বিবেচনাক্রমে, ক্ষেত্রমত, সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাইবে।

১২। **কার্যধারা।**— (১) কমিশনে শুনানিকালে পক্ষগণ ব্যক্তিগতভাবে বা তদকর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে বা যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যথাযথভাবে নোটিশ জারি হওয়া সত্ত্বেও কোন পক্ষ কমিশনের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে বা শুনানি কার্যক্রমে অনুপস্থিত থাকিলে বা নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে বা উপস্থিত হইতে অবহেলা প্রদর্শন করিলে কমিশন একতরফাভাবে শুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন যাহাতে দ্রুততার সঙ্গে আদেশ প্রদান করিতে পারে সেই লক্ষ্যে বিরোধীয় পক্ষগণ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম বিলম্বিত হইতে পারে এইরূপ কোন কার্য করিবেন না।

(৪) যদি কোন পক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত বিলম্বের ঘটনা ঘটান বা ঘটাইতে সহায়তা প্রদান করেন তাহা হইলে উক্ত পক্ষকে কমিশনের বিবেচনা মতে বিলম্ব ব্যয় বহন করিতে হইবে।

(৫) কমিশনের বিচারিক কার্যক্রমের আওতায় শুনানি আরম্ভ হইবার পর স্বাভাবিক নিয়মে শুনানি চলিতে থাকিবে এবং শুনানি অব্যাহত রাখা কোন পক্ষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত না হইলে কমিশন শুনানি মূলতবি করিবে না।

(৬) মূলতবি মঞ্জুরকালে কমিশন উপযুক্ত বিবেচনা করিলে একপক্ষ বা উভয় পক্ষকে উহার বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত ব্যয় প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) কমিশন, প্রয়োজনে, রোয়েদাদ ঘোষণার পূর্বে কোন পক্ষ বা পক্ষগণের ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা আইনগত জটিল প্রশ্নের ক্ষেত্রে আইনজীবীর মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পক্ষগণের সম্মতি সাপেক্ষে পক্ষগণের ব্যয়ে বিশেষজ্ঞ বা আইনজীবীকে সমস্যার নির্ণায়ক হিসাবে আলোচনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞ বা আইনজীবী কর্তৃক প্রদত্ত মতামত কমিশন কর্তৃক বিবেচনাযোগ্য হইবে।

(৮) পক্ষবৃন্দ এবং সাক্ষীগণ –

(ক) তাহাদের হেফাজতে থাকা সকল পুস্তক, দলিল, কাগজপত্রাদি এবং হিসাব কমিশনের চাহিদা মোতাবেক কমিশনে উপস্থাপন করিবেন;

(খ) কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী নমুনা সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন; এবং

(গ) বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশনের সকল আদেশ প্রতিপালন করিবেন।

(৯) কমিশনে বা সালিশকারির নিকট সাক্ষ্য উপস্থাপনকালে নিম্নবর্ণিত কার্যধারা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে বা হলফনামার মাধ্যমে কমিশনে বা সালিশকারির নিকট সাক্ষ্য প্রদান;

(খ) কমিশন বা সালিশকারি কর্তৃক সাক্ষীকে হলফনামা পাঠ করানো;

(গ) বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য, মৌখিক ও লিখিত যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান;

(ঘ) কমিশন বা সালিশকারি কর্তৃক সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্ব নির্ধারণ;

(ঙ) কমিশন বা সালিশকারি কর্তৃক, প্রয়োজনে, বিরোধ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা;

(চ) সাক্ষ্য সীমিতকরণ বা সাক্ষী হাজির করার বিষয় সিদ্ধান্ত প্রদান;

(ছ) মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানকারি সাক্ষীকে উভয় পক্ষ বা পক্ষগণ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি কমিশন বা সালিশকারির নিয়ন্ত্রণে, হলফনামার মাধ্যমে সাক্ষ্য উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং কমিশন বা সালিশকারি যে কোন পর্যায়ে সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতে পারিবেন; এবং

(জ) লিখিত আকারে বা হলফনামার মাধ্যমে স্বাক্ষরিত বিবরণ সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে কিনা তৎমর্মে কমিশন বা সালিশকারির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) দাবিকারী কমিশনে বা সালিশকারির নিকট উপস্থিত না হইলে বা মঞ্জুরীকৃত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বা দাখিল করিতে অবহেলা প্রদর্শন করিলে বা কমিশনের আদেশ মোতাবেক পাওনাদি জমা প্রদান না করিলে কমিশন আবেদনপত্র বা দাবি খারিজ করিতে পারিবে।

(১১) কমিশন বা সালিশকারি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে প্রতিপক্ষ কমিশন বা সালিশকারির নিকট উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলে বা উপস্থিত হইতে অবহেলা প্রদর্শন করিলে এবং আত্মপক্ষ সমর্থন না করিলে বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে কমিশন একতরফা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(১২) কমিশন, প্রয়োজনে, বিরোধের বিষয়বস্তুর নিরাপত্তার স্বার্থে উহা সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্তর্বর্তীকালীন হেফাজত, সংরক্ষণ, সুরক্ষা, মজুদ, বিক্রয়, নিষ্পত্তি বা উহা পরিদর্শন বা নমুনা সংরক্ষণ বা ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বা কোন পক্ষ বা পক্ষবৃন্দের অধিকার সংরক্ষণ বা বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকালে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। **প্রতিনিধিত্ব এবং সহযোগিতা।** –কোন পক্ষ প্রতিনিধি বা সহযোগিতাকারীর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করিতে চাহিলে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি মূল আবেদনের সহিত কমিশনে দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) বিরোধীয় বিষয়ে প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ক্ষমতার্পণের প্রমাণপত্র; এবং

(খ) বিরোধীয় বিষয় কমিশনে প্রেরণের ক্ষমতাপত্র।

১৪। **অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।**– কমিশন এই প্রবিধানমালার অধীন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম চলাকালে বা কার্যক্রম শুরু হইবার পূর্বে;

(খ) কোন জরুরি বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হইলে, চেয়ারম্যান বা তাহার

অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক মনোনীত অন্য কোন সদস্য, উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত পরামর্শক্রমে;

(গ) সালিশকারি, কমিশনের অনুমোদনক্রমে।

১৫। **আদেশ এবং রোয়েদাদ।**— (১) কমিশনের নিকট যে সকল বিরোধ আনীত হইবে কমিশন সেই সকল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রোয়েদাদ প্রদান করিবে।

(২) যদি পক্ষগণ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সাধারণ চুক্তিতে উপনীত হয় এবং কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, চুক্তিটি বিদ্যমান আইন, বিধি বা নীতির পরিপন্থী নহে তাহা হইলে, কমিশন পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে রোয়েদাদ ঘোষণা করিবে বা ইহার নিকট দাখিলকৃত দলিলপত্রাদি, সাক্ষ্যসহ অন্যান্য কাগজাদির ভিত্তিতে রোয়েদাদ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এর অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদে শুনানির তারিখ এবং স্থান উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) বিরোধ শুনানিঅন্তে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে-

(ক) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ চূড়ান্ত করিবার ক্ষেত্রে বিরোধীয় আবেদনটি শুনানির সময় উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ,

(খ) সালিশকারি কর্তৃক রোয়েদাদ চূড়ান্ত করিবার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও পর্যালোচনাকারি সদস্যগণ,

রোয়েদাদে স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ বা আদেশ এমনভাবে কার্যকর হইবে যেন উহা দেওয়ানি আদালতের একটি ডিক্রী।

১৬। **রোয়েদাদ সংশোধন ও ব্যাখ্যা।**— (১) রোয়েদাদ প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে নোটিশ প্রদানপূর্বক কমিশনকে নিম্নরূপ অনুরোধ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) রোয়েদাদে কোন গণনার হিসাব, করণীক ত্রুটি বা মুদ্রণজনিত ভুল বা অন্য কোন ভুল পরিলক্ষিত হইলে উহা সংশোধন; এবং

(খ) রোয়েদাদে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্ত অনুরোধ কমিশনের নিকট যথাযথ প্রতীয়মান হইলে কমিশন উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা সংশোধন বা ব্যাখ্যা প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ সংশোধন বা ব্যাখ্যা রোয়েদাদের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৭। **রোয়েদাদের অতিরিক্ত কপি।**— পক্ষগণ রোয়েদাদের অতিরিক্ত কপি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে জাবেদা নকল হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৮। **পুনর্বিবেচনা।** — কমিশনের কোন আদেশ বা রোয়েদাদ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন পক্ষে উক্ত আদেশ বা রোয়েদাদ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, তফসিল-খ দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে

পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। **আদেশ বা রোয়েদাদ বাস্তবায়ন।** – এই প্রবিধানমালার আওতায় কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা রোয়েদাদ কোন পক্ষ বৈধ কারণ ব্যতীত প্রত্যাখান করিলে বা কার্যকর করিতে ব্যর্থ হইলে কমিশন আইনের ধারা ৪৩ এর অধীন জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানা সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হইবে।

২০। **দলিলাদি ফেরত।** – কোন আদালতে জমাদানের আবশ্যকতা না থাকিলে কমিশনের নিকট দাখিলকৃত বইপুস্তক, দলিলাদি বা কাগজাদি শর্তসাপেক্ষে পক্ষগণকে ফেরত প্রদান করা যাইবে।

২১। **ফি জমা প্রদান** –(১) বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তির আবেদনের সহিত তফসিল-খ দ্বারা নির্ধারিত ফি কমিশনের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) কমিশন, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সময় সময়, তফসিল-খ সংশোধন করিতে পারিবে।

(৩) আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল কোন ব্যক্তি আবেদন ফি প্রদান করা হইতে লিখিতভাবে অব্যাহতি চাহিলে কমিশন উহা মঞ্জুর করিতে পারিবে।

২২। **গোপনীয়তা।** – (১) এই প্রবিধানমালার অধীন আদেশ বা রোয়েদাদ ব্যতীত অন্যান্য কার্যক্রম গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং সালিশকারি বা অন্য কোন ব্যক্তি কমিশনের লিখিত সম্মতি ব্যতীরেকে উহা তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা রোয়েদাদ কমিশন কর্তৃক কোন জার্নাল, ম্যাগাজিন, রিপোর্ট বা অন্য কোন প্রকাশনা, শিক্ষামূলক ও পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনে প্রকাশ বা প্রচারের ক্ষেত্রে কোন পক্ষের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

২৩। **বিশেষ বিধান।** – এই প্রবিধানমালা জারি হইবার পর কোন বিরোধীয় বিষয় নিষ্পন্নাধীন থাকিলে উহা এই প্রবিধানমালার সহিত সমঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন পক্ষ নিষ্পন্নাধীন কোন বিরোধীয় বিষয় এই প্রবিধানমালার অধীন নূতনভাবে নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিতে চাহিলে, কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে, অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনরায় বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

২৪। **অসুবিধা দুরীকরণ।**– এই প্রবিধানমালার কোন প্রবিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইলে কমিশন, আইন এবং এই প্রবিধানমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত প্রবিধানের স্পষ্টীকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

২৫। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।**– (১) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর, কমিশন, যথদ্রুত সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) এই প্রবিধানমালা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালা প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল-ক

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন নং-..... / .....

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০ ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০১৯ অনুযায়ী আবেদন প্রসঙ্গে;

এবং

..... দাবিকারী

বনাম-

.....প্রতিপক্ষ

বিরোধের বিষয়বস্তু:.....

বিরোধের মূল্যমান:.....

হলফান্তে বলিতেছি-

১। দাবিকারী/দাবিকারীগণ (নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, সেলফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা)----------

---------- ----------

২। দাবিকারী/দাবিকারীগণের নোটিশ জারির ঠিকানা ----------

৩। প্রতিপক্ষ/প্রতিপক্ষগণ (নাম, ঠিকানা, সেলফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা) ----------

৪। প্রতিনিধি বা সহযোগিতাকারীর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল, ফোন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)---------

৫। বিরোধের বিষয়সমূহ ----------

৬। বিরোধের ঘটনাপ্রবাহ ----------

৭। প্রার্থীত প্রতিকারের হেতুবাদ

৮। প্রার্থনা

হলফনামা

উপর্যুক্ত যাবতীয় বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও সঠিক জানিয়া এ হলফনামায় নিজ নাম সহি স্বাক্ষর করিলাম

হলফকারীর স্বাক্ষর এবং সীল (যদি থাকে)

তারিখ: ----------

আমার কার্যালয়ে প্রস্তুতকৃত

(প্রস্তুত এর স্থানের বর্ণনা)

আইনজীবীর স্বাক্ষর ও সীল

তারিখ: ----------

তফসিল-খ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিরোধীয় বিষয়াদির মূল্যমান অনুযায়ী আবেদন ফি

ক্রমিক নং	বিরোধীয় বিষয়াদির মূল্যমান	ফি (টাকায়)
১	১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,০০০/-
২	১,০০,০০১ টাকা হইতে ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫,০০০/-
৩	৫,০০,০০১ টাকা হইতে ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০০/-
৪	১০,০০,০০১ টাকা হইতে ২৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৩০,০০০/-
৫	২৫,০০,০০১ টাকা হইতে ৫০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৪০,০০০/-
৬	৫০,০০,০০১ টাকা হইতে ১,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫০,০০০/-
৭	১,০০,০০,০০১ টাকা হইতে ৫,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৬০,০০০/-
৮	৫,০০,০০,০০১ টাকা হইতে ১০,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৭৫,০০০/-
৯	১০,০০,০০,০০১ টাকা হইতে ৫০,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,০০,০০০/-
১০	৫০,০০,০০,০০১ টাকা হইতে ১০০,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,২৫,০০০/-
১১	১০০,০০,০০,০০১ টাকা হইতে ২০০,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,৫০,০০০/-
১২	২০০,০০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে	২,০০,০০০/-
১৩	কমিশনের আদেশ/রোয়েদাদের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন	আবেদন ফি এর ১০%

কমিশনের আদেশক্রমে,

( )